بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ফারিস সিরিজ – ১

সংবিৎ

জাকারিয়া মাসুদ

সাবিল
শা র লি কে শ ন

সংবিৎ
© জাকারিয়া মাসুদ
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক
সাবিল পাবলিকেশন
শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন)
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মার্জিন সলিউশন
৭/বি পিকে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

অফলাইন পরিবেশক
সমকালীন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই, আলাদা বই

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৮০৳

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে।

বই : সংবিৎ
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : হারুন ইযহার
প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন
পৃষ্ঠাসজ্জা : আকিল আফসার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। যিনি সত্যকে বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। আসলে মিথ্যে যতই বিশাল হোক না কেন, তার স্থিতি নেই। মিথ্যে তো ভাসমান ফেনার মতো। 'অতঃপর ফেনা তো শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।'[১]

সংবিৎ বইটি অবিশ্বাসের মেরুদণ্ডে কিছুটা হলেও আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। স্বল্প সময়েই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। যারা বইটি পড়েছেন, রিভিউ লিখেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন; সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বানান, ফন্ট, বাক্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্যাগুলো ছিল, আমাদের সাধ্যমত সেগুলো সংশোধন করে নিয়েছি। সীমিত সময় এবং তার চেয়েও সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লিখা বইতে ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। সকল ভুলত্রুটির জন্যে আমরা মহামহিম আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তীব্র ইচ্ছে ছিল আমার কওমের জন্যে কিছু করার। অবিশ্বাসের ভাইরাস থেকে কওমকে সচেতন করার। সে ইচ্ছে থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—*সংবিৎ*। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন যেন একে আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সত্যের বার্তাবাহক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবা, পরিবার-পরিজন, ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা সত্যের অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

দো'আর মুহতাজ

জাকারিয়া মাসুদ

১৫ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরি।
jakariamasud2016@gmail.com

[১] সূরা র'দ, (১৩) : ১৭ আয়াত।

বিষয়সূচী

অবতরণিকা ১১
দ্যা স্ট্যান্ডার্ড ১৭
নিরীশ্বরবাদের অন্তরালে ২৫
ডারউইনিজম : সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ৪১
পাতানো ফাঁদ ৫৬
সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ৭০
অভিশপ্ত সভ্যতার আর্তনাদ ৯০
মানবী : ইসলাম বনাম আধুনিক বিজ্ঞান ১০৭
কুম্ভিলক ও দণ্ডিত অপুরুষ ১২২
অজানা অধ্যায়ের সুসমাচার - (১) ১৩৭
বাইবেলের বৈপরীত্য - (১) ১৪৬
রোজনামচা ১৫৮
মতিভ্রম ১৭৬
স্বপ্নলোক ১৮৭
সংবিৎ ১৯৯

অবতরণিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ أمّابعد:

একটা সময় জাহেলিয়াতের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ ﷻ সেখান থেকে তুলে এনেছেন। তাঁর দ্বীনের বুঝ দান করেছেন। সত্যকে চিনতে শিখিয়েছেন। সত্যকে যখন চিনতে শিখলাম, তখন তা প্রচার করার তীব্র আগ্রহ জন্মাল। এ আগ্রহ থেকেই দাওয়ার কাজ শুরু হলো। আল্লাহ ﷻ বারাকাহ দিলেন। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে সবকিছু তছনছ করে দিলো। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক দিন লেগে গেল। বুঝতে পারছিলাম না কী করব, কীভাবে আবার নতুন করে শুরু করব?

একবার এক বন্ধুর সাথে বাসে করে কোথাও যাচ্ছিলাম। বন্ধু আমার আইটির ছাত্র, ফেসবুক চালায় অনেক দিন হলো। আমি তখনো ফেসবুক এতটা বুঝি না। কোনও ফেসবুক আইডিও ছিল না। বন্ধুটি জোর করেই একটি আইডি খুলে দিলো, বাসের মধ্যেই। এখান থেকেই ফেসবুক-জীবন শুরু। অবশ্যি তখনো ফেসবুকের প্রতি এতটা আকৃষ্ট ছিলাম না। হঠাৎ হঠাৎ ফেসবুকে ঢুকতাম।

দেখতে দেখতে একটি বছর পেরিয়ে গেল। ফেসবুকে অনেক বন্ধু হলো। একদিন একজনের লেখায় চোখ আটকে গেল। মনোযোগ দিয়ে লেখাটি পড়লাম। লেখাটি অবশ্যি অনেক ছোট ছিল, কিন্তু তথ্য ছিল অনেক বেশি। এরপর থেকে ভালো লেখকের সন্ধানে লেগে গেলাম। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহে, ফেসবুকের ভালো লেখকদের সাথে পরিচয় হলো। তাঁদের লেখাগুলো পড়ে অভিভূত হতে লাগলাম। নিজের মধ্যেও লেখার আগ্রহ জন্মাল। টুকটাক লেখালিখি শুরু হলো।

মূলধন নিতান্তই সামান্য বলে বেশি দূর আগানো গেল না। যে জানেই না, সে লিখবে কী? তাই লেখালিখি ছেড়ে পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিলাম। আলিমদের থেকে শুরু করে সেক্যুলারদের লেখনী, কোনওটিই বাদ গেল না। পড়তে পড়তে এক নিরীশ্বরবাদী লেখকের বই হাতে এল। জনৈক সহপাঠী বইটা আমায় পড়তে দিয়েছিল। লেখকের অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম তার মুখে। বইটি পড়তে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খেলাম। ক্ষুদ্র জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও লেখকের মিথ্যাচার আমার সামনে স্পষ্ট হলো।

পণ করলাম, নিরীশ্বরবাদীদের নিয়ে কিছু লিখব। এক ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি উৎসাহ দিলেন। মহামহিম আল্লাহর নাম নিয়ে লেখা শুরু করলাম। প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চাইলাম। তিনি তাঁর গোলামকে সাহায্য করলেন। শুরু হলো ফেসবুকে লেখালিখি। দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহে লেখাগুলো অনেকের কাছে পৌঁছে গেল। কাঁচা হাতের লেখাকেও তাঁরা পছন্দ করলেন।

এরই মধ্যে আরববিশ্বের একজন বিখ্যাত লেখকের অনূদিত বই হাতে এল। অবশ্যি তাঁর কিছু লেখা আগেও পড়েছিলাম। কিন্তু এ বইটা ছিল ব্যতিক্রম—গল্পাকারে লেখা। লিখার ধরনটা বেশ ভালো লাগল। গল্পের মাধ্যমেও যে বিষয়বস্তু খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা বোধগম্য হলো। আমিও গল্পাকারে লেখার মনস্থ করলাম। গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। কেন জানি 'ফারিস' নামটাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আসলে নামটার প্রতি আমি ভীষণ দুর্বল। অবশ্যি তারও একটা কারণ আছে। 'ফারিস' শব্দের অর্থ 'অশ্বারোহী যোদ্ধা'। সাহাবাদের ব্যাপারে প্রায়ই বলা হয়, তাঁরা ছিলেন দিনের বেলার 'যোদ্ধা', আর রাতের বেলার 'রাহিব' (সন্ন্যাসী)। তাঁদের দিন কাটতো জিহাদে, রাত কাটতো তাহাজ্জুদে। তাই 'ফারিস' নামটাই নির্ধারণ করলাম।

লিখতে গিয়ে কিছু কথা মনে হলো। নিরীশ্বরবাদীরা প্রশ্ন করে যাবে, আমরা কেবল উত্তর দিয়ে যাব, তা তো হয় না। ক্রমাগত রক্ষণাত্মক মনোভাব হৃদয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। ঈমানী চেতনাকে ব্যাহত করে। পরাজিত মানসিকতার সৃষ্টি করে। প্রতিপক্ষের সাজানো প্রশ্নে নিজের ধর্মকে পাশ করানোর চেষ্টা—বোকামো ছাড়া কিছুই নয়। তাই চিন্তা করলাম, নিরীশ্বরবাদীদের অসার দাবিগুলোরও ব্যবচ্ছেদ করা উচিত। তাদের বিকৃত চেতনাগুলো স্পষ্ট করা উচিত। তাদের দ্বিমুখিতা ফুটিয়ে তোলা উচিত। পর্দার আড়ালের কালো চেহারাটা উন্মোচন করা উচিত। পাশাপাশি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কথাও মাথায় এল। বঙ্গীয় নিরীশ্বরবাদীদের বেশির ভাগ প্রশ্নই মিশনারিদের থেকে ধার করা। তাই বইটাতে নাস্তিক ও মিশনারি দুদিকেই নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অনেক ভাষাতেই বানান-সমস্যা আছে। তবে ইংরেজি ভাষার বানানের সংস্কারপ্রক্রিয়া একটা জায়গায় স্থির হয়েছে। কিন্তু বাংলা বানানরীতির ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। ভাষাবিদদের হাতে বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে। আজ তাঁরা এক কথা বলছেন, তো কাল তার বিপরীত। ছোটবেলা থেকে যে বানানগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়েছি, আজ সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি 'বাংলা একাডেমি', তার 'একাডেমি' বানানটাও এই সেদিন পরিবর্তন করেছে। সে যাই হোক, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করেছি। কিন্তু বিদেশি বানানে সেটা করতে পারিনি। বিদেশি শব্দে সব সময় ই-কারের ব্যবহার প্র্যাক্টিক্যাল না। তা ছাড়া ই-কার কিংবা ঈ-কারের পার্থক্যের জন্যে শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। আরবি ও ইংরেজি দু-ভাষাতেই। তাই বিদেশি বানানে একাডেমির নিয়ম অনুসৃত হয়নি।

আমার লেখা যে বই আকারে প্রকাশ হবে, এ কথা কোনও দিন ভাবিনি। মহামহিম

আল্লাহর দয়ায় তা সম্ভব হয়েছে। তবে দু-কলম লিখে কারও দাঁত ভেঙে ফেলেছি কিংবা অনেক কিছু করে ফেলেছি, এমনটা কখনোই মনে করিনি। সত্যের আলো থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, তা-ই ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা, ব্যক্তিগত পড়াশোনা, আর লেখালেখি; এসবের সমন্বয় করতে গিয়ে কত নির্ঘুম রাত্রি যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা কেবল আমার রবই জানেন। তিনি যদি দয়া করে এ পরিশ্রমটুক কবুল করেন, তাহলেই আমি সার্থক।

অনেক ভাই চেয়েছেন 'ফারিস সিরিজ' মলাটবদ্ধ হোক। অনেকে না দেখেও ফারিসকে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছেন। অনেকেই হয়তো নিভৃতে দো'আও করেছেন। আল্লাহ ﷻ আপনাদের সে দো'আকে কবুল করেছেন। যার বদলৌতে 'ফারিস সিরিজ' আজ এ পর্যায়ে। অন্তর থেকে ভালোবাসা রইল আপনাদের সকলের প্রতি। আল্লাহ ﷻ আমাদের জান্নাতে একত্র করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

যেহেতু আমি আলেম না, তাই বইটার শার'ঈ সম্পাদনা করানো আবশ্যক ছিল। শার'ঈ সম্পাদনার জন্যে মুফতি হারুন ইযহার হাফিযাহুল্লাহ সম্মত হলেন। লিখালিখির লাইনে আমি একেবারেই নবীন, তাই মৌলিক কিছু দিকনির্দেশনার দরকার ছিল। আল্লাহ ﷻ আশিক আরমান ভাইকে মিলিয়ে দিলেন। আমি আল্লাহর এ দুজন বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বইটার প্রকাশক ইসমাইল ভাই ও রোকন ভাইয়ের প্রতি। আল্লাহ ﷻ তাঁদের সকলের ওপর রহম করুন। আমীন।

আমি সাহিত্যিক নই। ভাষা-সাহিত্যের ছাত্রও নই। নই কোনও কবি কিংবা গল্পকার। মানবিক দুর্বলতা থেকেও মুক্ত নই। আর জ্ঞানের পরিধি নিতান্তই সামান্য। তাই বইটার মধ্যে ভাবের স্বল্পতা, ভাষাচ্যুতি কিংবা ছন্দপতন হতে পারে। ভুলত্রুটিও থেকে যেতে পারে। আপনাদের নজরে যদি কোনও ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে অবশ্যই জানাবেন। আমরা শুধরে নিতে কার্পণ্য করব না, ইনশাআল্লাহ।

'হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। সবকিছুর রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। আমি আমার নফসের ক্ষতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তান ও তার সাথিদের অনিষ্ট থেকে।'[১] 'হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, সে জন্যে আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের ওপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের শক্তির বাইরে ওইরূপ ভারবহনে আমাদের বাধ্য করবেন না। আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের দয়া করুন। আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা। অতএব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী করুন।'[২]

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৪৯৮৩।
[২] সূরা বাকারাহ (০২) : ২৮৬ আয়াত।

এখানেই শেষ করে দিলে ভালো হতো। কিন্তু কিছু কথা মনে পড়ছে, না বলে থাকতে পারছি না। ইদানীংকালে কেউ কেউ আমরা জোর করে ইসলামকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে ফেলতে চাই। কিংবা যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে ফেলতে চাই। অথবা সালাফদের বিপরীত পথে হেঁটে, মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাই। হয়তো আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু পুরো পদ্ধতিটাই গলদ। ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে এগুলোর কোনওটারই দরকার নেই।

আমাদের মনে রাখা উচিত—ইসলামের একজন রব আছেন, যিনি এ দীনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। যিনি অপরাজেয়, সর্বশক্তিমান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি বলেছেন, 'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে; সকল দীনের ওপর তা বিজয়ী করার জন্যে। যদিও মুশরিকরা সেটা অপছন্দ করে।'[৩]

তাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো—তাঁর নির্দেশিত পন্থায় কাজ করে যাওয়া। সালাফদের দেখানো পথে ইসলামবিদ্বেষীদের মোকাবিলা করা। সর্বাবস্থায় আমাদের দীনকে অবিকৃত রাখা। সফলতা তো একমাত্র তাঁরই হাতে। আর আমরা সেই সৌভাগ্যবান উম্মাহর অংশ, যাদের সাথে আল্লাহ ﷻ সফলতার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন, 'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কোরো না। বস্তুত তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।'[৪]

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবা, পরিবার-পরিজন ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি। আমাদের সর্বশেষ কথা এটাই—'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু ও বিচার-দিবসের মালিক।'[৫] 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'[৬]

আপনাদের ভাই

জাকারিয়া মাসুদ

২৮ রবিউল আওয়াল, ১৪৩৯ হিজরি

[৩] সূরা আস-সফ (৬১) : ৮-৯ আয়াত।
[৪] সূরা আলি 'ইমরান (০৩) : ১৩৯ আয়াত।
[৫] সূরা ফাতিহা (০১) : ২-৪ আয়াত।
[৬] সূরা বাকারাহ (০২) : ১৫৬ আয়াত।

দ্যা স্ট্যান্ডার্ড

ভোর থেকেই আকাশে মেঘ জমে আছে। ভেবেছিলাম মেঘ কেটে যাবে। সূর্য উঠবে। তা আর হলো না। সকাল না গড়াতেই বৃষ্টি শুরু হলো। মুষলধারে। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দটা উপভোগ করছিলাম। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, সে সময়ের কথা। বৃদ্ধ এক স্যার আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতেন। তিনি মাঝে মাঝে গর গর করে ইংরেজি বলতেন। ক্লাসের কেউ বুঝল কি না-বুঝল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মাঝেমধ্যে নতুন নতুন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করতেন। একদিন আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো Cats and dogs অর্থ কী?'

আমি বললাম, 'এটা তো খুব সহজ স্যার। Cat শব্দের অর্থ বিড়াল, যেহেতু এখানে বহুবচন, তাই হবে বিড়ালগুলো। আর and শব্দের অর্থ এবং। dogs শব্দের অর্থ কুকুরগুলো। উত্তরটা হবে বিড়ালগুলো এবং কুকুরগুলো।'

আমার উত্তর শুনে স্যারের হাসি যেন আর থামছেই না। ইংরেজি প্রবাদ-প্রবচন তখনো পড়িনি। তাই স্যারের হাসির কারণটা ধরতে পারিনি। অবশ্যি ক্লাস সেভেনে ওঠার পর সে কারণটা ধরতে পেরেছিলাম।

ছোটবেলার কথা চিন্তা করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। আমি দরজা খুলতে গেলাম। দরজা খুলতেই কানে ভেসে আসল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফারিস—তুই?'

'রাতে ফোন করে না আসতে বলেছিলি?'

'তাই বলে এত বৃষ্টিতে?'

ফারিস কোনও জবাব দিলো না। কেবল এক ফালি হাসি উপহার দিলো। শব্দবিহীন হাসি। ফারিস আমার ক্লাসমেট। ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছেলেটার সাথে আমার পরিচয়। মাঝারি গড়নের। বেশ ফর্সা। মাথার চুলগুলো পাতলা কিন্তু দাড়ি বেশ ঘন। দাঁতগুলো মুক্তার মতো। ফারিসের সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হলো তার হাসি। খুব সুন্দর মুচকি হাসতে পারে। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোনায় একঝলক হাসি লেগে থাকে—সব

সময়।

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। পারবে না কেন? ও জানে প্রচুর। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার থেকে, অন্যান্য বই-ই বেশি পড়ে। সময় পেলেই বই নিয়ে পড়ে থাকে। টানা অনেক ক্ষণ পড়তে পারে। বই পড়ার প্রতি ওর আগ্রহ দেখে আমরা বলতাম, 'ফারিস, তোকে আমরা বইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো।' প্রচণ্ড তাক্বওয়াবান ছেলে। নামাজ, রোজা, যিকির আর ব্যক্তিগত আমলের ব্যাপারে খুবই সচেতন। সময়ের প্রতি সচেতনতার মাত্রাটা, আমাদের সকলের থেকে বেশি। তাই তো তুমুল বৃষ্টিতেও সে সময়মতো চলে এসেছে।

ফারিসকে বসতে দিয়ে, ভেতর থেকে তোয়ালেটা এনে বললাম, 'ভিজে তো একেবারে চুপসে গেছিস। শরীরটা মুছে নে। নয়তো ঠান্ডা লাগবে।'

'ভিজব না—বাইরে যে বৃষ্টি!'

'কী খাবি?'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে?'

'কিছু না মানে—কিছু না।'

'তুই বললেই হলো? মা খিচুড়ি রান্না করছেন, সরষের তেল দিয়ে। আজ আর তোকে ছাড়ছি না।'

'কী যেন বলবি বলেছিলি?'

'এত তাড়া কিসের?'

'রাহাতের সাথে দেখা করতে যেতে হবে।'

ফারিস কথা দিয়ে কথা রাখেনি এমন উদাহরণ নেই। অগত্যা চলে যাবে বিধায়, আসল ব্যাপারটা ওকে খুলে বললাম। আমার ফুফাতো ভাই—আসিফ। প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে বিবিএ করছে। কিছুদিন আগেও যে ছেলেটা নামাজে অবহেলা করত না, আজ সে সংশয়বাদীদের দলে নাম লেখাতে বসেছে। নাস্তিক লেখকের পাল্লায় পড়েছে। কোরআনকে তার কাছে আদিম বই মনে হয়। বিশ্বায়নের এই যুগে নাকি কোরআনের কোনও প্রয়োজন নেই। যে মানুষ রকেট বানাচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ বানাচ্ছে, সুপার কম্পিউটার বানাচ্ছে, সে মানুষ জীবনবিধানও নিজেই তৈরি করতে পারে। এ জন্যে কোরআনের ওপর নির্ভর করার দরকার নেই।

সব শোনার পর ফারিস বলল, 'আসিফ আছে বাসায়?'

'হ্যাঁ, আছে। কালই এসেছে।'

'ওর সাথে কথা বলা যাবে?'

'সে জন্যেই তো তোকে ডেকেছি। আমি ডাকছি। আসিফ! আসি—ফ! এই আসিফ! একটু শুনে যা তো।'

ভেতর থেকে আসিফ এল। ততক্ষণে চাও চলে এসেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফারিস বলল, 'ভালো আছ, আসিফ?'

'জি, ভালো।'

'তুমি কোন ইয়ারে?'

'সেকেন্ড ইয়ার।'

'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?'

'এই তো, মোটামুটি।'

'বই পড়তে কেমন লাগে—আসিফ?'

'ভালো।'

'হুমায়ুন আজাদের বই পড়েছ—*আমার অবিশ্বাস?'*

'জি।'

'তোমার সংশয় এ বই থেকেই তৈরি হয়েছে, তাই না?'

'আপনি কী করে জানলেন?'

ফারিস উত্তর দিলো না। বইটা সে আসিফের অনেক আগেই পড়েছে। শুধু এটাই না, নাস্তিকদের অনেক বই-ই সে পড়েছে।

'আচ্ছা আসিফ, তুমি কি মাও সেতুং এর নাম শুনেছ?', ফারিস পাল্টা প্রশ্ন করল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না—আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মাও সেতুং আসলো কেন? চুপ থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তাই নীরব শ্রোতার মতো শুনে যেতে লাগলাম।

ফারিসের প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তুমি কি জানো, মাও সেতুং-এর কারণে গণচীনে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?'

'না ভাইয়া। আমার আইডিয়া নেই।'

‘তার নির্দেশে প্রায় দশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়।’

দশ মিলিয়ন! সংখ্যাটা সত্যিই আমাকে অবাক করল। মানুষ কী করে এতটা হিংস্র হতে পারে? হাজার নয়, শত নয়—একেবারে মিলিয়ন! তাও আবার নিজের দেশের নাগরিক! মস্তিষ্ক কতটা বিকৃত হলে এমনটা কেউ করতে পারে! অবশ্যি যারা স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে, তাদের কাছে তো এগুলো পানি-ভাত। ক্ষমতার জন্যে এরা মিলিয়ন কেন, এর থেকেও বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে।

ফারিস আরও বলল, ‘শুধু হত্যাই নয়, হত্যার পর তাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো। টুকরোগুলোকে রান্না করা হতো। তারপর পরিবারের সদস্যদের তা খাওয়ানো হতো—জোর করে। কোটি কোটি লোককে সে জেল খাটতে বাধ্য করে। জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যায় প্রায় বিশ মিলিয়ন লোক। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের কারণে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন লোক মারা যায়।’

হা করে আসিফ ফারিসের দিকে তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপটা অবশ্যি হাতেই, চুমুক দিচ্ছে না। ফারিস আরেক চুমুক দিয়ে বলল, ‘বলতে পারবে আসিফ, জোসেফ স্ট্যালিনের নির্দেশে কী পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল?’

আসিফ না-সূচক মাথা নাড়ল। উত্তরটা তার জানা নেই। উত্তরটা ফারিসই দিলো।

‘স্ট্যালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর কুখ্যাত নেতা, যিনি বিশ মিলিয়ন লোককে হত্যা করেন।’

‘বিশ মিলিয়ন!’ আসিফ খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ ভাইয়া, বিশ মিলিয়ন। তুমি কি জানো, সমাজতন্ত্রীদের কারণে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?’

‘অনেক।’

‘অনেক নয়, ঠিকঠাক সংখ্যাটা বলো।’

‘সরি ভাইয়া। জানা নেই।’

‘*The Black Book of Communism* এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, প্রায় এক শ মিলিয়ন লোক নিহত হয়—এদের কারণে।’

‘এক শ মিলিয়ন!’

‘হ্যাঁ ভাই, এক শ মিলিয়ন। আচ্ছা বলো তো আসিফ, তাদের এই কাজগুলো ঠিক ছিল, না ভুল?